ইসলামি চেতনা

বয়ঃসন্ধি থেকে প্রৌঢ়ত্ব

ড. ইউসুফ আল কারজাভি (রহ.)

ভাষান্তর

ওয়াহিদ আমিম | মুশফিক হাবীব

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

ভূমিকা **১৭**
বয়ঃসন্ধিকালের কিছু বৈশিষ্ট্য ২৩
দলের বয়ঃসন্ধি ২৪
ইসলামি চেতনা ও জাগরণকে সঠিক পথ দেখানোর প্রয়োজনীয়তা ২৪

বাহ্যিকতা থেকে প্রকৃত বাস্তবতার দিকে **২৭**
ঈমান দেহ ও প্রাণ উভয়টির নাম ২৮
কুরআন ও সুন্নাহর ঈমান ৩০
তাকওয়ার ভেতর-বাইর ৩৯
হৃদয়ের আনুগত্য ৪৮
আত্মার পাপ ৫১
বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে কুরআনের অনুসরণ ৫৭
কুরআনের ব্যাপারে আধুনিক যুগের মুসলমানদের অবস্থান ৬২
কুরআনিক চরিত্র ৬৯
বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে সুন্নাহর অনুসরণ ৭১
সুন্নাহর বরকত ৭৭
যাদের ভাষ্য—দ্বীনে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বলে কিছু নেই ৭৮

দাবি ও বিতর্ক থেকে পুরস্কার ও আমলের দিক **৮২**
অতীতের গৌরব ও মর্যাদা নিয়ে কথা বলা ৮২
অতীতের ভুল নিয়ে কথা বলা ৮৩
অন্যদের ভুল নিয়ে কথা বলা ৮৪
অহেতুক ঝগড়া ৮৫
জটিল বিষয়ে নিমজ্জিত হওয়া ৮৮
অহেতুক বকবক করা ৯০
কাজবিরোধী কথা বলা ৯২
আমলের প্রয়োজনীয়তা ৯৩
কে আমলে সর্বোত্তম ৯৬
আমলের দ্বারা উদ্দেশ্য ৯৮
দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য আমল ১০০
রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড একা করা যথেষ্ট নয় ১০২
অক্ষম ব্যক্তির জন্য সামরিক কাজ ১০৪

অভীষ্ট আমলের পথে প্রতিবন্ধকতা	১০৫
স্বপ্নিল আদর্শের প্রতিবন্ধকতা	১০৯
ফিতানের হাদিস ও কিয়ামতের আলামত	১১২
অপেক্ষা আর নয়	১১৩
দ্বীনের সংস্কার কে করবেন	১১৫
ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য প্রতীক্ষা	১১৬
কাজের বিকল্প নেই	১১৯
ইমাম হাসানুল বান্না ও তাঁর কর্ম	১১৯
আমলের স্তর	১২০
আবেগ ও উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে বুদ্ধিমত্তা ও বিজ্ঞানের দিকে	**১২৩**
আবেগ মানবপ্রকৃতির অংশ	১২৩
যে আবেগ নিন্দার	১২৬
সামষ্টিক আবেগ	১৩১
ইসলামি চেতনায় আবেগের প্রকাশ	১৩১
সঠিক থেকে সঠিকতর পদ্ধতি	১৩৮
তাড়াহুড়া	১৪১
উট বেঁধে তাওয়াক্কুল	১৪৩
বিশ্ব পরিচালনার ঐশী নীতি উপেক্ষা	১৪৪
অতিরঞ্জনে নির্ভরতা	১৪৮
হাস্যরস ও শোরগোল	১৪৯
বিচারিক ক্ষেত্রে সাতাহিয়্যা অবলম্বন	১৫১
বিজ্ঞান ও পরিকল্পনা	১৫৪
আত্মিক বিজ্ঞানের নেতৃত্ব	১৫৫
পরিসংখ্যানের প্রয়োগ	১৬১
ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি	১৬২
দুনিয়াবি বিষয়ে পরীক্ষণ ও অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি	১৬৬
জগৎ পরিচালনার ঐশী নিয়মের বিবেচনা	১৬৭
শাখা থেকে মূলের দিকে	**১৬৯**
এক. শাখাগত বিষয়কে অধিক গুরুত্বারোপের ঝুঁকি	১৬৯
দুই. কুরআন ও নববি আদর্শের পরিপন্থি	১৭০
তিন. শাখাগত বিষয় সংখ্যায় সীমাহীন	১৭১
চার. শাখাগত বিষয়গুলোই মতবিরোধের ক্ষেত্র	১৭১
মতানৈক্য তুলে দেওয়া অসম্ভব	১৭৩
নফল থেকে ফরজ	১৭৩
সুন্নত ও নফল বিধানের হিকমত	১৭৫

ফরজ আদায় প্রথম দায়িত্ব	১৭৭
কিছু দ্বীনি ভাইয়ের ভুলসমূহ	১৮৪
মতবিরোধপূর্ণ বিষয় থেকে মতৈক্যপূর্ণ বিষয়ের দিকে	১৮৫
মতানৈক্যকে ইউরোপ-আমেরিকা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া	১৮৫
বিভক্তির কারণ অনুসন্ধানী ব্যক্তিবর্গ	১৮৮
কঠোরতা থেকে সহজতা ও সুসংবাদের দিকে	**১৯০**
নবিজির সহজতার নির্দেশ	১৯২
সহজতা দ্বারা উদ্দেশ্য	১৯২
কঠোরতা	১৬৭
সহজতার লক্ষণসমূহ	১৯৯
দ্বীনি বিষয়ে সহজতা	২০০
দ্বীন উপলব্ধির ক্ষেত্রে সহজতা	২০১
সহজতা ও মধ্যমপন্থা অবলম্বনের মনস্থ করা	২০১
সমকালীন বুদ্ধিবৃত্তির আলোকে সম্বোধন	২০২
আমলের ক্ষেত্রে ফিকহকে সহজ করা	২০৩
সহজকরণের দ্বারা উদ্দেশ্য	২০৩
কঠোরতার ক্ষেত্রসমূহ	২১৫
অপাত্রে কঠোরতা	২২১
শরয়ি হুকুম পরিবর্তন করে হলেও কঠোরতা করা	২২২
ভয় দেখানো থেকে সুসংবাদ প্রদান	২২৪
শুভ লক্ষণ ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া	২২৫
রহমত ও ক্ষমার দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া	২২৮
খারেজি ও মুতাজিলাদের রহমতের দিকটি উপেক্ষা করা	২৩২
ইসলামের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুসংবাদ প্রদান	২৩৩
দ্বীন সবার জন্য প্রশস্ত	২৩৭
অপরাধী ও গুনাহগারের সাথে কোমলতা প্রদর্শন	২৩৮
দাওয়াত ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতির অবলম্বন	২৪০
ভয় দেখানোর ধরনসমূহ	২৪৩
মানুষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে কঠোরতা ও রূঢ়তা দেখানো	২৪৪
সুন্দর বেশভূষায় মানুষের সামনে যাওয়া	২৪৫
ইসলামকে ভয়ংকর আকৃতিতে উপস্থাপন	২৪৫
ইমাম কর্তৃক নামাজকে দীর্ঘায়িত করা	২৪৭
খারাপ ধারণার প্রবণতা প্রবল থাকা	২৪৯

স্থবিরতা ও তাকলিদ থেকে ইজতিহাদ ও সংস্কারের দিকে	**২৫১**
আলিমদের জন্য তাকলিদ নিষিদ্ধকরণ	২৫২
ইমামদের বক্তব্য ছাড়া নস না বোঝার দাবি	২৫৩
ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হওয়ার দাবি	২৫৬
ইমাম শাওকানির সুদৃঢ় বক্তব্য	২৫৭
ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)-এর জোরালো বক্তব্য	২৫৯
ইবনুল কাইয়্যিমের মতে তাকলিদ ও মাজহাব	২৬২
ইমাম শাওকানির মতে তাকলিদ ও মাজহাব	২৬৪
মুসাল্লাম গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারের বক্তব্য	২৬৬
কিছু বিষয়ে মাজহাবের অনুসরণ না করা	২৬৭
তাকলিদ মানেই নিন্দনীয়	২৭২
ইসলামি আন্দোলনকারী কয়েকটি দলের স্থবিরতা	২৭৩
হিজবুত তাহরির	২৭৪
তাবলিগ জামাত	২৭৬
জামাতুল জিহাদ	২৮০
সালাফি	২৮৩
ইখওয়ানুল মুসলিমিন	২৮৮
ওসিলা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা	২৯১
হাসানুল বান্না	২৯২
স্থবিরতা একটি বিপদ	২৯৩
ইসলামি আন্দোলনের জন্য যা ক্ষতিকর	২৯৪
ইখওয়ানে প্রশংসনীয় সংস্কার	২৯৫
স্বজনপ্রীতি থেকে উদারতার দিকে	**২৯৭**
পক্ষপাতিত্ব নয়	২৯৯
পক্ষপাতিত্ব ঘৃণিত হওয়ার দলিল	৩০০
উদারতার দলিল	৩০৬
ধর্মীয় উদারতা	৩০৬
ইসলাম ও খ্রিষ্টবাদের মধ্যে আলোচনা	৩০৭
ইসলাম ও খ্রিষ্টবাদের মাঝে সহযোগিতার ক্ষেত্র	৩১০
ইসলামি মতাদর্শের মূল উদারতা	৩১৪
স্বদেশি অমুসলিমদের সাথে উদারতা	৩১৬
বুদ্ধিবৃত্তিক উদারতা	৩১৮
দৃষ্টি হোক কথার দিকে	৩১৯

ভুল স্বীকার করা	৩২০
সমালোচনা করার জন্য অন্যদের উৎসাহিতকরণ	৩২২
আত্মসমালোচনা	৩২৪
নসিহত চাওয়া	৩২৫
শাখাগত মাসয়ালায় নমনীয়তা অবলম্বন	৩২৬
অন্যের জ্ঞানের মাধ্যমে উপকৃত হওয়া	৩২৮
বিরোধীদের প্রশংসা করা	৩২৯
বাড়াবাড়ি থেকে মধ্যমপন্থা ও ইনসাফের দিকে	**৩৩৫**
মধ্যমপন্থা থেকে শৈথিল্যে অবতরণ	৩৩৮
বাড়াবাড়ি প্রতিরোধ	৩৪০
উগ্রপন্থার প্রকাশ ও দলিল	৩৪৫
অবহেলা ও শৈথিল্য প্রতিরোধের উপায়	৩৪৯
মধ্যমপন্থি হওয়ার নিদর্শন	৩৫০
সংক্ষেপে মধ্যমপন্থার নিদর্শন	৩৫১
মধ্যমপন্থার মৌলিক নিদর্শন	৩৫৩
১. সহজতা অবলম্বন ও সুসংবাদ প্রদান	৩৫৩
২. সালাফিয়া ও তাজদিদকে একত্রকরণ	৩৫৬
৩. সালাফিয়া ও সুফিয়াদের মধ্যকার কল্যাণ	৩৬২
৪. বাহ্যিক মর্ম ও ব্যাখ্যার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা	৩৬৪
৫. সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিকৃত বর্ণনার মধ্যে ভারসাম্য	৩৬৭
৬. বাস্তবতাকে বিবেচনায় নেওয়া	৩৭০
৭. উদারতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দিকে আহ্বান	৩৭৩
৮. আজাদির জন্য শুরা গঠন	৩৭৪
৯. নারীদের সাথে ইনসাফ	৩৭৫
১০. ইজতিহাদকে পুনর্জীবিত করা	৩৭৬
কঠোরতা ও বিদ্বেষ থেকে দয়া ও কোমলতার দিকে	**৩৭৮**
দাওয়ার ভিত্তি হলো কোমলতা	৩৭৮
রাসূল কোমলতার দিকে আহ্বানকারী	৩৮২
ইসলাম দয়া ও কোমলতার ধর্ম	৩৮৫
যুদ্ধাবস্থায় দয়া ও কোমলতা প্রদর্শন	৩৯৫
কঠোরতাকারীদের উপলব্ধি	৩৯৮
অভ্যন্তরীণ কঠোরতা	৩৯৯
দৃশ্যমান বাড়াবাড়ি ইসলামিক না বৈশ্বিক	৪০৩

ইসলামি বিশ্বে সন্ত্রাসবাদের কারণ ৪০৩
কঠোরতাকারীদের প্রকৃত অবস্থা ৪০৪
মন্দ কাজে বিশুদ্ধ নিয়ত ৪০৫
বাড়াবাড়িকারীদের কিছু ফিকহি দিক ৪০৭
জিহাদের ফিকহি জ্ঞান ৪০৭
কুরআনে বর্ণিত যুদ্ধের বিধান ৪০৮
যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ৪১০
ফিতনা বন্ধের জন্য যুদ্ধ ৪১২
আয়াতুস সাইফ ৪১৩
জিহাদ ও কিতালের পার্থক্য ৪১৮
অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক ৪২৫
শক্তির মাধ্যমে মুনকার পরিবর্তনের ভুল ব্যাখ্যা ৪২৭
১. মুনকার হওয়ার ক্ষেত্রে সবার ঐকমত্য থাকা ৪২৮
২. মুনকার বিষয়টি প্রকাশ্যে হওয়া ৪৩০
৩. পরিবর্তন করার শক্তি থাকা ৪৩১
৪. বড়ো মুনকারের আশঙ্কা না থাকা ৪৩৪
গৌণ মুনকার পরিবর্তন সমাধান নয় ৪৩৫
মুনকার পরিবর্তনে কোমলতার প্রয়োজনীয়তা ৪৩৬
শাসকদের বিরোধিতার ক্ষেত্রে ফিকহি ভুল ৪৩৬
শাসকদের অত্যাচারে সবর করার হাদিস ৪৩৭
সাম্প্রতিক কালের শাসকশ্রেণি ৪৪৯
তাকফির করার ক্ষেত্রে ফিকহি ভুল ৪৫১
কঠোরতা ও সন্ত্রাসবাদের মাঝে পার্থক্য ৪৫২
সন্ত্রাসবাদকে বর্জন ৪৫৪
সন্ত্রাসবাদের উপকার ও অপকার ৪৫৬
পরিবর্তনের ফিকহ ৪৫৬
যে কঠোরতা ও সন্ত্রাসবাদ বৈধ ৪৫৭
প্রকাশ্য কুফরিকে প্রতিরোধ ৪৫৮

মতবিরোধ ও বিদ্বেষ থেকে ঐক্য ও সংহতির দিকে ৪৫৯

ভাইদের ব্যাপারে ইউসুফ (আ.)-এর অবস্থান ৪৬২
ইমাম আহমাদের অবস্থান ৪৬৫
কারণ জানার প্রয়োজনীয়তা ৪৬৯
একতাবদ্ধ থাকার প্রয়োজনীয়তা ৪৭০
ফিকহি ইখতিলাফকে সুদৃঢ়করণ ৪৭৫

মতবিরোধের মূলনীতি ৪৭৬
মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে উদারতা প্রকাশের নীতি ৪৭৭
প্রয়োজনে অন্যের মতানুযায়ী আমল ৪৭৯
প্রয়োজনের সময় সহজতর মাজহাবের অনুসরণ ৪৮৩
হৃদ্যতার স্বার্থে কিছু সুন্নাহ বর্জন ৪৮৪
নগরে পরিচিত বিষয়কে প্রত্যাখ্যান না করা ৪৮৭
বিরোধীর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান না করা ৪৮৯
উলামা ও দাঈদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার গুরুত্ব ৪৮৯

ভূমিকা

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে আমাদের মুসলমান বানিয়েছেন। আমাদের সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেছেন মহিমান্বিত দ্বীনের মাধ্যমে। সে দ্বীনকে তিনি আমাদের কল্যাণার্থে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। আর তার মাধ্যমে আমাদের ওপর তাঁর নিয়ামতকে চূড়ান্ত করেছেন। দ্বীনকে আমাদের জন্য করেছেন হিদায়াত, রহমত ও শিফা। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا-

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পূর্ণ করে দিলাম। আর ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।'[১]

নবি মুহাম্মাদ (সা.)-এর রিসালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আসমানি রিসালাতের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। অতএব, তিনি হলেন সর্বশেষ নবি ও রাসূল। তাঁর আনীত কুরআন হলো আল্লাহর কাছ থেকে নাজিল হওয়া সর্বশেষ কিতাব। তাঁর আনীত শরিয়াহ হলো সর্বশেষ শরিয়াহ। তাঁর অনুসারীরা হলো সর্বশেষ উম্মত। মানুষের কাছে রিসালাতের দায়িত্ব পৌঁছে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাঁর ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

ইসলামের রিসালাতের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা স্থায়িত্ব ও অমরত্বের উপাদানকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যেভাবে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত দাওয়াতি কাজকেও চিরস্থায়ী করে দিয়েছেন। এই অমরত্বের উপাদান কিংবা দাওয়াতি কাজের স্থায়িত্ব আল্লাহর গৃহীত একটি সিদ্ধান্তের নাম, যা অবশ্যই কার্যকর হবে। এ বিষয়টি নবি (সা.) একটি হাদিসে এভাবে বর্ণনা করেছেন—'আমার এ উম্মত কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। শত্রুরা কখনোই তাদের ওপর এমনভাবে কর্তৃত্বের অধিকারী হতে পারবে না, যাতে তাদের সমূলে উৎপাটিত করা হয়।'

অন্য হাদিসে নবি (সা.) বলেছেন—'আমার উম্মত কখনোই ভ্রষ্টতার ওপর একমত হবে না। তাদের মধ্যে সব সময় এমন ব্যক্তি থাকবে, যিনি হককে সাহায্য-সহযোগিতা করে। মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে। সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে।'

এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ-

'এখন যদি তারা (কাফিররা) এগুলোকে মেনে নিতে অস্বীকার করে, তাহলে আমি তো এমন এক সম্প্রদায় নির্ধারিত করে দিয়েছি, যারা এগুলো অস্বীকার করবে না।'[২]

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন—

---

[১] সূরা মায়েদা : ০৩

[২] সূরা আনআম : ৮৯

وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ-

'আমি যাদের সৃষ্টি করেছি, তাদের মধ্যে একদল আছে, যারা সঠিকভাবে ন্যায়ের পথ দেখায় এবং ন্যায়বিচার করে।'[৩]

নবি (সা.) থেকে এ সংক্রান্ত অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আর তা বর্ণনাও করেছেন একাধিক সাহাবায়ে কেরাম। এক হাদিসে নবি (সা.) বলেছেন—'তোমরা এই মর্মে সুসংবাদ গ্রহণ করো, এই উম্মতের একটি দল সব সময় হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। শত্রুরা তাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। এমতাবস্থাতেই তাদের ওপর আল্লাহর নির্দেশে কিয়ামত সংঘটিত হবে।' অন্য এক হাদিসে বলেছেন— 'আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক একশ বছরের মাথায় এ উম্মতের জন্য এমন একজন ব্যক্তি প্রেরণ করবেন, যিনি তাদের জন্য দ্বীনকে সংস্কার করবেন।'

আমরা এ বিষয়ক আলোচনায় সুস্পষ্ট করেছি—এ মুজাদ্দিদ কোনো একক ব্যক্তিও হতে পারেন, আবার কিছু মানুষের সমষ্টিও হতে পারে। তা হতে পারে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা দলও। আবার তা হতে পারে একাধিক দলের সমষ্টিও।

মুসলিম উম্মাহর দীর্ঘ ইতিহাস অনুসন্ধান, অধ্যয়ন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এ সম্ভাবনার দিকেও আমরা ইঙ্গিত করেছি—হয়তো কখনো কখনো এ জাতি ঘুমিয়ে পড়েছিল কিংবা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিল। এ কথা সত্য। আর তাদের ঘুমিয়ে থাকা সময় হতে পারে অল্প কিংবা দীর্ঘ। কিন্তু এ ঘুমে তারা একেবারে মারা যায়নি; বরং এ সময়েও তাদের শিরায় জীবনের স্পন্দন বয়ে চলছিল প্রবলভাবে।

কোনো সুপণ্ডিত পাঠকের মনে যেন কখনো এই সন্দেহ সৃষ্টি না হয়, এ জাতির অভ্যন্তরীণ সৃষ্টি ও গঠনে রয়েছে এমন এক কার্যকর উপাদান ও বৈশিষ্ট্য, যা নিঃশেষিত হওয়ার পর তা থেকে আবারও তাকে পুনরুত্থিত করে। ঘুমে আচ্ছন্ন থাকার পরও আবার তাকে জাগিয়ে তোলে। স্থির ও স্থবির হয়ে যাওয়ার পর আবারও তাকে আন্দোলিত করে।

এ বিষয়টি বোঝার জন্য এটা জানাই যথেষ্ট, আল্লাহ তায়ালা এ দ্বীনের মূল উৎসকে নষ্ট হওয়া, ধ্বংস হওয়া, ভুলে যাওয়া এবং পরিবর্তন হওয়া থেকে সংরক্ষণ করেছেন। যেমন : আল্লাহ তায়ালা বলেন—

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ-

'নিশ্চয়ই আমিই কুরআন নাজিল করেছি, আর অবশ্যই আমিই তার সংরক্ষক।'[৪]

আল্লাহ তায়ালা বিগত ১৪০০ বছরের বেশি সময় ধরে কুরআন সংরক্ষণ করে আসছেন। কুরআন তার শব্দ ও বর্ণসমেত এখনও ঠিক তেমনই আছে, যেমনটা ছিল নাজিলের সময়। আল্লাহ তায়ালা একে বান্দাদের হৃদয়ে সংরক্ষণ করেছেন। গ্রন্থাবদ্ধ করেছেন লিখিত আকারে। মানুষের মুখে মুখে তা সব সময় তিলাওয়াত হচ্ছে। গুন্নাহ ও মদসহ ঠিক সেভাবে আজও পঠিত হচ্ছে, যেভাবে পড়া হতো নবিজির যুগে। ইমাম শাতেবি (রহ.) বলেন—আল্লাহ তায়ালা কুরআনের

---

৩ সূরা আরাফ : ১৮১

৪ সূরা হিজর : ১৫

সাথে সাথে সুন্নাহকেও সংরক্ষণ করেছেন। কারণ, সুন্নাহ হলো কুরআনেরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। যেমন : আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ-

'আর এখন তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দাও।'[৫]

মুবায়ান তথা যার ব্যাখ্যা করা হয়, তাকে সংরক্ষণের দাবি হলো—বয়ান তথা ব্যাখ্যাকেও সংরক্ষণ করা। কারণ, ব্যাখ্যা সংরক্ষণ না করা হলে যার ব্যাখ্যা করা হয়, সেও সংরক্ষিত থাকবে না।

এ উম্মত এমন অনেক অন্ধকার যুগ পার করেছে, যখন মানুষ তাদের সম্পর্কে নানা ধারণা করেছে। কঠিনভাবে পরীক্ষিত হয়েছে মুমিনরা। তাঁদের পায়ের তলার মাটি কঠিনভাবে প্রকম্পিত হয়েছে। মানুষ মনে করেছে, এই বুঝি ইসলামের সূর্য এবার সব সময়ের জন্য ডুবে যাবে! উম্মাহর অগ্নিশিখা এই বুঝি এমনভাবে নিভে যাচ্ছে, তা থেকে আর আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হবে না। কিন্তু খুব দ্রুতই নিকট ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটেছে, যা তাদের ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করে ছেড়েছে। তাদের আশা পরিণত হয়েছে নিরাশায়। তারা দেখেছে, মৃত্যুশয্যায় শায়িত রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছে। আবার নড়াচড়া করতে শুরু করেছে নিশ্চল দেহ। বিদ্রোহী ও শত্রুরাই উলটো ইসলামের ছায়াতলে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

এ উম্মাহর ওপর যখন সংকট কঠোর হয়ে দেখা দিয়েছে; বিপদ, দুর্ভাগ্য ও দুর্যোগ চারদিক থেকে তাকে বেষ্টন করে ধরেছে। তারা ক্রমাগত সম্মুখীন হয়েছে বালা-মুসিবত ও দুঃখ-কষ্টের। প্রত্যেক ঘাঁটিতে শত্রুরা তাদের জন্য ওত পেতে রয়েছে। শত্রুরা তাদের পরাজিত করছে তাদের বাড়ির আঙিনাতেই। প্রায়ই তারা যুদ্ধে পরাজিত হচ্ছে। আর প্রতিটি যুদ্ধই তাদের জন্য বয়ে আনছে মন্দ থেকে করুণ পরিণতি।

এমন পরিস্থিতি বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। খুব দ্রুতই বিপদ, বালা ও মুসিবত শক্তিতে পরিণত হয়েছে। সুপ্ত থাকা তাদের সামর্থ্য ও ক্ষমতা বেরিয়ে এসেছে। মাটির নিচে দাফনকৃত শক্তিকে তা রসদ জুগিয়েছে। স্খলিত হওয়ার পর সে উঠে দাঁড়িয়েছে। একতাবদ্ধ হয়েছে তার বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীরা। তাদের চোখ থেকে সম্পূর্ণ ঘুম চলে গিয়েছে। ফলে তারা শত্রুদের সামনে আবার আবির্ভূত হয়েছে এমন মূর্তিতে, যা দেখতে তারা একেবারেই অপছন্দ করে এবং ভয় পায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَعْدَ اللّٰهِ ۚ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ-

'এটাই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। আর আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না।'[৬]

পশ্চিমাদের সাথে সংঘটিত যুদ্ধগুলোতেও আমরা এ ব্যাপারটি লক্ষ করেছি। তারা এ যুদ্ধগুলোকে নাম দিয়েছিল ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড। আমরা এটি দেখেছি প্রাচ্য থেকে আগত তাতারদের সাথে

---

[৫] সূরা নাহল : ৪৪

[৬] সূরা রুম : ০৬

সংঘটিত যুদ্ধগুলোতেও। শুরুর দিকে এ দুটো দলই ইসলামের ওপর এমনভাবে বিজয়ী হয়েছিল—মানুষ ধারণা করা শুরু করেছিল, এই বুঝি ইসলামি ভূখণ্ড দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর রাষ্ট্রক্ষমতা মুসলমানদের হাত থেকে চিরতরে হারিয়ে যাবে।

কিন্তু এরপর দীর্ঘ সময় না যেতেই ক্রুসেডের ওপর জয়ী হতে শুরু করে ইসলাম। আর তারা বিতাড়িত হতে থাকে মুসলিম ভূখণ্ড থেকে। তাতাররাও আইনে জালুতের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইসলামি ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত হয়। এ ছাড়াও তাতারদের অনেকের মধ্যেও ইসলামের আলো প্রবেশ করে তাদের আলোকিত করে।

বর্তমান যুগেও পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো তাদের দলবল নিয়ে মুসলমানদের বিভিন্ন ভূখণ্ড জবরদখল করছে। কোথাও কোথাও প্রায় দীর্ঘ তিন দশক ধরে শাসনকার্য পরিচালনা করেছে। উদাহরণ হিসেবে আলজেরিয়ার কথা বলা যায়। এরপর উম্মাহর লুক্কায়িত শক্তি জেগে উঠেছে। আর তারা পশ্চিমাদের বিতাড়িত করে দেশকে আবার পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছে।

এরপর উম্মাহ নিজেদের উন্মোচনের পর প্রবেশ করেছে এক নতুন যুদ্ধে। আর তা হচ্ছে—আত্মপ্রত্যাবর্তনের যুদ্ধ। তারা যখন টের পেয়েছে, আসলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বলে কিছু নেই; সবকিছুই হলো রব্বানি, কুরআনি ও ইসলামি, তখনই তারা শুরু করেছে এ যুদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ-

'আগুন তাকে স্পর্শ না করলেও তার তেল যেন উজ্জ্বলের বেশ নিকটবর্তী, আলোর ওপর আলো।'[৭]

এ যুদ্ধ এখনও চলমান মুসলমানদের সাথে তাদের, যারা মানুষকে ডান ও বাম দিক থেকে পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার দিকে আহ্বান করে। এখানে রয়েছে অনেকগুলো যুদ্ধক্ষেত্র। যেমন : বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি।

এই পাশ্চাত্যের দিকে আহ্বানকারীরা বাইরের শত্রু কিংবা ভেতরের স্বৈরাচারী শাসকদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ইসলামের বিরোধিতা করে যাচ্ছে। এটি করছে নিজেদের অজ্ঞতা, বিদ্বেষ, ভয় কিংবা অন্য কোনো কিছুর প্রত্যাশায়। তারা তাদের গুরুজনদের খুশি করতে ইসলামের বিরোধিতা করছে। আর অজ্ঞ থাকছে ইসলামের হাকিকত ও বাস্তবতা সম্পর্কে। হয়তো তারা ভয়ও করছে—এখন তাদের যে বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, ইসলাম ক্ষমতায় এলে বোধ হয় তাদের সেখান থেকে বঞ্চিত করবে। বাতিল প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের পথও নিষিদ্ধ করে দেবে। তাই তারাও তেমন কথা বলছে, যেমন কথা বলেছিল লুত (আ.)-এর সম্প্রদায়—

اَخْرِجُوْٓا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ-

'তোমাদের জনপদ থেকে লুতের পরিবার-পরিজনকে বের করে দাও। তারা তো এমন লোক, যারা অতি পবিত্র সাজতে চায়।'[৮]

---

[৭] সূরা নুর : ৩৫

[৮] সূরা নামল : ৫৬